ছিন্নমেঘ

শফিক আলম মেহেদী

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ১৯৯৮

প্রকাশক
শাহজাহান বাচ্চু
বিশাকা প্রকাশনী
২১/৩২ বাংলাবাজার
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ
শিবনাথ বিশ্বাস

গ্রন্থস্বত্ব
স্বপ্না মেহেদী

দ্বিতীয় প্রকাশ
ইন্টারনেট সংস্করণঃ

প্রকাশক
দেওয়ান আবদুল বাসেত
মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
বাংলাদেশ / সউদী আরব।

কম্পিউটারে বাংলা কম্পোজ
বৃষ্টি নদী

প্রকাশ ও প্রচারিত
মরুপলাশ ডট কম
www.marupalash.com
e-mail: marupalash@gmail.com
marupalash@yahoo.com

কবি ছিন্নমেঘ কাব্যগ্রন্থখানি উৎসর্গ করেছেন তাঁর প্রয়াত মা ও বাবাকে...

কবি শফিক আলম মেহেদী **মরুপলাশ** এর জন্মলগ্ন থেকেই লিখে আসছেন এতে। অথচ সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় দীর্ঘ এক দশক পর। দেওয়ান আবদুর বাসেত ছুটিতে থাকাকালীন স্বদেশের এক অলস দুপরবেলা এসেছিলেন কবি শফিক আলম মেহেদীর সঙ্গে সাক্ষাতে। ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত কবি শফিক আলম মেহেদীর অফিসে বসেই অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় কিছুক্ষণ সম্পাদ, মরুপলাশ।

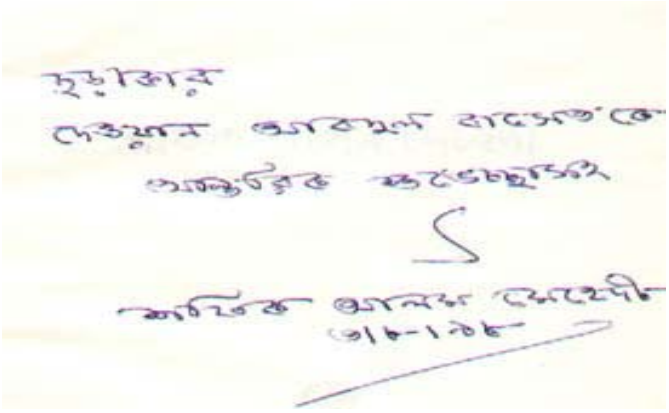

....স্বপ্নময় জীবনবাদি প্রেমিক কবি শফিক আলম মেহেদী শিল্প নির্মাণে এক বাবুই শিল্পী। তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য বাস্তবের মানুষকে স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ করিয়ে আবার বাস্তবে ফিরিয়ে আনায় পারঙ্গমতা। সত্তর দশকের এই নিভৃতচারী কবির কবিতা আত্মক্ষরণের নীলচে সরোবরে পরাবাস্তববাদি বেলে জোছনা ঝরাতে থাকে। আর নিরবে পাঠক হৃদয় স্পর্শ করে হেমন্তের শিশিরের মতো।....

কবির **" ছিন্নমেঘ"** কাব্যগ্রন্থখানি মরুপলাশ এর সুপ্রিয়পাঠকদের জন্যে আমরা প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত। কবি মেহেদীর এই কাব্যগ্রন্থখানি **মরুপলাশডটকম** এ প্রকাশ করে আমরা কবির সঙ্গে আমাদের ভালোবাসার সম্পর্কটিকে আরো পোক্ত করার চেষ্টা করেছি।

সম্পাদক
মরুপলাশ, রুপসী চাঁদপুর, মোহনা
রিয়াদ, সউদী আরব।
০১ এপ্রিল ২০০৬ইং

*** *** ***

কবির এ কাব্যগ্রন্থে যে সকল কবিতাগুলো সংকলিত হয়েছে....

ছিন্নমেঘ / বিকেলের ছায়া / ফুলে আর ভুলে / অলীক আশ্রয় / সুন্দরের ডাকে / বিস্মৃতি / অবিশ্বস্ত সুন্দরের কারণে / উন্মোচন / আচ্ছন্নতা / সেই প্রশ্ন নেই /শ্রাবনের ধারাপাতে / মেঘে মেঘে / বদলে যাওয়া / জলের ছায়ায় / ফেরে না যে উৎসের দিকে / বিষবৃক্ষ / পাঁচিল / সম্পর্ক / যেখানে তোমার ছায়া নেই / চন্দনবৃক্ষ / দুরত্ব / যাত্রা / রাতুল স্বপ্নের ছোঁয়া থেকে / গ্রহণ / অস্পষ্টতা / বিপন্নবোধ / পর্যটন / সীমাবদ্ধতা / অনুবাদ / সংশয় / চারুপাঠ / আত্মপ্রেম / স্বপ্ননারী / অপেক্ষা / সেতু / অন্তর্দীপন / বেসাতি / দহনবেলা / গোলাপের কাছে / পারা না পারা / দুরতমা / অলৌকিক জাহাজ

*** *** ***

কবির প্রকাশিত অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ

মাধবী হৃদয় মেহেদীর রং (১৯৮৪)
বিরল নারী (১৯৯২)
কদমের গন্ধ নেই (১৯৯৪)

ছিন্নমেঘ

কোথাও আমার জন্যে একফোটা বৃষ্টি
নেই; আকাশে উড়ছে একা ছিন্নমেঘ
বিরহপ্রবণ সময়ের। পার্থ নই
সর্বভুক নিয়তির কাছ পরাবৃত্ত
পথিকের মতো করুণ আঁচল পাতি
রাত থেকে ভোর যেন দুরের অশেষ
পথ; প্রেম স্বপ্ন স্মৃতি কিছুই থাকে না
স্থির, মায়াবী ঘাতক জীবন বদলে
দেয় অলক্ষ্যে সবার; ইমন কল্যাণ
নয়, ভোরের আলোয় ঝরে সান্ধ্যরাগ।

বিকেলের ছায়া

কণ্ঠস্বর থাক, একাকী আমার
শুধু প্রতিধ্বনি চাই। তোমার সুরেলা
গান শুনুক যে খুশি, দেখুক তোমাকে
মুগ্ধচোখে হাজারও লোক। ভালোবেসে
প্রতীক্ষা করেছি প্রার্থনার উত্তরের;
অনন্ত প্রার্থনা শেষে ভেসে গেছি
বেদনার বানভাসি জলে। আমার এখন
করো জন্যেই প্রতীক্ষা নেই, নেই
রোদেলা দুপুর তস্কর স্বপ্নের
আছে শুধু স্নিগ্ধ বন্ধু এক বিকেলের ছায়া।

ফুলে আর ভুলে

যদিও আমাকে করেছো সুদুর
স্মৃতিকে পারো কি
পাঠাতে নির্বাসনে?
ফুলে আর ভুলে
কেটে গেছে কতোটি বছর
ভুলে যেয়ো তবু
ভালো থেকো।
মন যদি ফেরে
কখনো তোমার
মনে রেখো–
বুকের কালো তিলে
চাঁদের আলো
যুগলবন্দি ওই একটিমাত্র রাত
শুধু আমাদের ছিলো!

অলীক আশ্রয়

নষ্ট মেঘের দখলে আমার চন্দ্রিমা সময়
দুরত্ব রচনা করে নক্ষত্রের
বাড়ালে তৃষ্ণার হাত সুদুরের দিকে।

অথচ একদিন
তোমার ওষ্ঠ ছুঁয়ে গেলে টেলিফোন
অন্যপ্রান্তে বেজে ওঠতো জীবনের নূপুর।

তুমিও আমার জন্যে অপেক্ষা করোনি
ভালোই করেছো তুমি
অলীক আশ্রয় ভেঙে দিয়ে।

সুন্দরের ডাকে

নির্মম সুন্দর আমাকে ডাকে
আমিও আগুনে পুড়ে ঋদ্ধ হই
নেশা করি অষ্টপ্রহর
নিষিদ্ধ মহুয়ার ঘ্রাণে
অন্তর্গতে মেতে উঠি
তুমুল বিনাশে
ভ্রূক্ষেপহীন ভাঙচুর করি
অদৃশ্য দেয়াল
সামাজিক রীতিনীতির;
ক্ষয়ে যাওয়া চন্দ্রকলার মতো
আমার নীলাভ প্রশ্নের
কী জবাব দেবে
বন্ধি ইশ্বর।

বিস্মৃতি

বিস্মৃতির ধূসরতা তোমাকেই আজ
সম্পূর্ণ করেছে গ্রাস। স্মৃতির দেয়ালে তুমি যেন
দৃষ্টিগ্রাহ্যহীন বিবর্ণ ছবি, করুণ মিনতি
উপেক্ষা করেও সময়ের ঘুণপোকা
বসিয়েছে বিষদাঁত। এখন তোমাকে
ভেবে কখনো ভাঙে না ঘুম মাঝরাতে
স্বপ্নেও যাই না আমি তোমার দখলে
গোধূলির আবীরে আঁকি না কারো মুখ
খুঁজি না দুচোখে রুপালি দুপুর নদী
হৃদয়ের নিবেদনে হয় না গোলাপ
ফুলের অধিক; মনেও পড়ে না
তোমার শূণ্যতা ভরিয়ে দেয়ার জন্যে
একদিন কবিতার বড়ো বেশি প্রয়োজন ছিলো।

অবিশ্বস্ত সুন্দরের কারণে

পৃথিবী এখনো সুন্দর
ভোরের প্রথম আলো
জীবন সরোদে তোলে
আশাবরী রাগ
দৃষ্টি ছুঁয়ে যায়স্বপ্নের
নরম রাতুল বুক।
এখনো পৃথিবীতে
গুঞ্জরিত হৃদয়ের মুগ্ধ প্রহর নামে
মঞ্জুরিত সৌরভে ফুলের মেলা বসে
আসে জ্যোৎস্নাধোয়া একান্ত কবিতার রাত
অথচ ওসব কিছুই আমি দেখি না
দেখতে পাই না
অবিশ্বস্ত সুন্দরের প্ররোচনায়
তুমি আমার সুন্দর কেড়ে নিয়েছো।

উন্মোচন

বড়ো হয়ে আসছে পৃথিবী
তুমি এখন জলকেলি করো
খ্যাতির ভুবনের রাজহংসের সাথে
ছায়াসঙ্গিনী হয়ে পেশাদার পুরোহিতের
অপ্রেমে মাড়িয়ে যাও পূজারীর প্রেম
ভঙ্গিতে রপ্ত করে চাতুর্যের ভাষা
কবিতাকে করেছো প্রার্থী বিত্তবৈভবের
তুমি আজ উন্মোচিত আমার কাছে!
তোমার অধঃপাতে বণিক ও বারবনিতা
যুগলবন্দি এখন আমার স্বপ্নের শহরে;
অহংকার করে তুমি
সৌন্দর্যের কথা বলতে পারো
তবু বিশ্বাসের কথা বলো না
ভালোবাসার কথা বলো না!

আচ্ছন্নতা

আজ তুমি নেই আমার সত্তার একান্ত গভীরে
লতিয়ে ওঠে না আমার কবিতা
তোমার উদ্দেশে নির্ঘুম মাঝরাতে
ফোটে না কদম-কামিনী প্রথম আষাঢ়ে তোমার বন্দনায়
না বলা কথারা করে না ভিড় স্বপ্নের জলসাঘরে
হৃদয় বসতি ছেড়ে সুদূরে উধাও এখন তোমার ছায়া
অথচ তোমাকেই একদিন এই আমি
কী অপরূপ আচ্ছন্নতা বলে ভেবেছিলাম।

সেই স্বপ্ন নেই

স্বপ্নভঙ্গের জন্যে এখন আমার বেদনাবোধ নেই
সুবর্ণ স্বপ্নমুদ্রা দিয়ে একদিন
আমাকে ছিন্ন করে রেখেছিলে
জল ও মৃত্তিকা থেকে।
মেঘের আল্পনায় কখনো সূর্য যেমন
প্রচ্ছন্নে লুকোয় তার অগ্নিদগ্ধ মুখ
তুমিও তেমনি মনকাড়া ভঙ্গিতে
আমাকে দেখতে দাওনি তোমার
অশিল্পস্বরূপ।
বুকে নিয়ে তিক্ত সুধা
পাতার প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠে
সবুজ আমলকি।

শ্রাবণের ধারাপাতে

কবিতার গৃহত্যাগে যতো পারে কাঁদুক জোছনা
অনাদি উৎসে ফিরে যাক অবেলার প্রণয়িনী
আদিম শোকের ছায়া দীর্ঘতর হোক
উপেক্ষার নোনাজলে ভেসে যাক অপেক্ষার এ শহর
ছেয়ে যাক ফুল্লভোর গোধূলির করুণ আভায়
নামুক নিবিড় কালঘুম দৃষ্টির দিগন্ত জুড়ে
শ্রাবণের ধারাপাতে কাঁদুক হৃদয় স্বপ্নময় বেদনায়
তবু আমি ছোঁবো না কখনো প্রতারক প্রণয় পালক!

মেঘে মেঘে

সপ্তর্ষি থেকেও তুমি আজ দুরে
স্মৃতির পাতায় জমে বিস্মৃতির নোনাজল
ক্রমশ অদৃশ্য তোমার সুবর্ণ ছায়া
বুকের ভেতর ক্ষতচিহ্ন, প্রণয়ের অক্ষয় স্মারক
শ্রেষ্টতম কবিতা আমার অরচিত আজো
কেবল তোমার অপেক্ষায় থেকে;
ছলনায় ছেয়ে গেলে হৃদয় নীলিমা
লাবণ্য হারায় বিরলের ভাষা
মেঘে মেঘে বেলা বাড়ে
আমার হলো না আর বাড়ি ফেরা।

বদলে যাওয়া

তোমার বদলে যাওয়ার ব্যাখ্যা নেই
বিশ্বাসের বিষয় ছিলো বলে তর্কে যাইনি
উচ্চারণ করিনি আমার আবেগের কথা
একান্ত নিজস্ব নিয়মে ছেড়ে গেছো তুমি
তোমার অনড় আসন অটল পৃথিবী।
দুরদৃষ্টির অভাবে না হয় তোমাকে রাখতে পারিনি ধরে
তবুও দেইনি মিশেল সত্যের সাথে এক কণা ছলনার
স্মৃতির শিকড় হতে তোমাকে উপড়ে নেবে
এমন সাধ্য কার একমাত্র তুমি ছাড়া।

জলের ছায়ায়

নীরব উপেক্ষায় ঝরাপাতার বুকে
যদিও লিখেছো আমার নাম
স্মৃতির কালিঝুলি মেখে কখনো মুখোমুখি হলে তুমি
হারানো দিনের
প্রবল বিষাদে ছেয়ে যাবে তোমার একাকী অস্তিত্ব
জলের ছায়ায় দেখে আপন বৈরী সুখ
নিজেই ছিন্ন করবে হয়তো স্বেচ্ছানির্বাসনের নিপুণ বুনন!
বিচ্ছিন্নতার এইকালে জানলে না তুমি
যুগল জীবনের কী ভীষণ প্রয়োজন
ব্যাকরণ মেনেছি বলে হেরে গেছি নষ্টবুদ্ধির খেলায়
এক চিলতে সবুজের অভাবে বন্দরে ভিড়াতে পারিনি
আমার দিকভুল বাণিজ্যের জাহাজ।

ফেরে না যে উৎসের দিকে

তুমি থাকোনি হয়ে আমার বাগানের
একাগ্র গোলাপ; আমাকে ছেড়ে গেছো তুমি
তোমার অন্তর্গত স্বভাবে। যতোই চেয়েছি আমি
সাজাতে আমার স্বপ্নের ভুবন তোমাকে নিয়ে
তুমি লিখিয়েছো নাম ঝরা পাতাদের দলে
একটি গভীর প্রেমের আয়ু বুঝি
পাঁচ বছরেরও অনধিক!
যখন সবচে জরুরি ছিলো আমাদের মুগলযাত্রা
তখন মৃত্যুর অধিক বেদনায়
মানবিক বিচ্ছিন্নতার অর্থ বোঝালে তুমি
মানবীর ছায়ায় যেন তুমি পথভুলো নদী
মোহনায় মিশে আর ফেরে না যে উৎসের দিকে।

বিষবৃক্ষ

কোথাও আমার যাওয়ার নেই
অ্যাকোরিয়ামের মাছের মতোই
কাচের দেয়ালে সীমিত জীবন
প্রণয়ের নামে ভুল নারী
বিষবৃক্ষ সাজায় কী মোহন সুন্দরে
বিশ্বাসের তরুলতা উপড়ে নেয়ায়
হৃদয়ের মানচিত্র জুড়ে
কবিতার লাশ
ফেরারী তখন মানবিক ছায়া।

পাঁচিল

সুউচ্চ পাঁচিলে তুমি ঘিরেছো নিজেকে
চারদিকে বসিয়েছো নিশছিদ্র কাঁটাতার
হৃদয়ের সিংহদ্বারে সতর্ক প্রহরা
এভাবেই বিধিনিষেধের বেড়াজালে
প্রতিহত করলে না হয়
তোমার দিকে আমার যাত্রা।
কিন্তু কী করে রুখবে বলো
বসন্ত দিনে মন কেমন করা উদাসী হাওয়া
কী করে ফেরাবে বলো
চাঁদের আলো স্বপ্নলোকের ডাক
কী ভাবেই বা মুছে দেবে
বাদল দিনের প্রথম কদম স্মৃতি।

সম্পর্ক

বার বার আমরা শুধু ভুল সম্পর্কে জড়িয়ে যাই
কোনোই ব্যাখ্যা নেই সে ভুলের
শূণ্যের সাথে শূণ্য যোগে
কেবলি রচিত হয় বেদনার দীর্ঘ উপাখ্যান।
মানবিক সম্পর্কের নামে
আমাদের যাত্রা শুধু অনিশ্চিত গন্তব্যে
সব আয়োজনে অপেক্ষা যেন বিচ্ছেদের
নাব্যতা হারালে হৃদয় যমুনা
বিপন্ন পড়ে থাকে সব স্মৃতি
অনাত্মীয় অতীতের ধু ধু চরে।

যেখানে তোমার ছায়া নেই

কারো আসা কিংবা যাওয়া
কোনোটাই আমাকে এখন স্পর্শ করে না
অথচ একদিন কী তুমুল সময় গেছে
তোমাকে পাবার কাছে তুচ্ছ ছিলো
পৃথিবীর সব আয়োজন।
সুদুর অভিমানে স্মৃতিলোকে আজ মেঘের আচ্ছন্নতা
কোথাও তোমার একবিন্দু ছায়া নেই
জল নেই বৃক্ষ নেই ধু ধু বালিয়াড়ি
অকরুণ গ্রাস করে
প্রণয়ের রজতরেখা।

চন্দনবৃক্ষ

আমি তোমাকে রক্তমাংসে গড়া
বিশ্বাসের চন্দনবৃক্ষ ভেবেছিলাম
আমি তোমাকে ভোরের আকাশের মতো
শুচিশুদ্ধ ভেবেছিলাম
আমি তোমাকে সৌন্দর্য ও সুরুচির
নিটোল উপমা ভেবেছিলাম
আমি তোমাকে নিভৃত আশ্রয়ের
প্রবালদ্বীপ ভেবেছিলাম
আমি তোমাকে পৃথিবীর শ্রেষ্টতম
মানবিক গোলাপ ভেবে
সত্যিই ভালোবেসেছিলাম!

দুরত্ব

আমি তো দীর্ঘ মিছিলে ছিলাম তোমাকে পাবার
অথচ কী দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলে তুমি
হৃদয় ছিন্ন করার মতো নাজুক বিষয়ে।
এখন আমরা কেউ কারো চোখে তাকাতে পারি না
অশ্রুত থাকে অন্তর্গত অনুভূতি লৌকিক অভিমানে
একটা অচেনা দুরত্ব সৃষ্টি করেছে বৈরী সময়
হয়তো আমাদের অপেক্ষা শুরু হয়ে গেছে
শেষ কথা বলা ও শোনার জন্যে
শুধু কে প্রথম বলবে
সে প্রশ্নের মীমাংসা এখনো বাকি।

যাত্রা

নিঃশব্দ যাত্রা তোমার বৈরী বলয়ে
ধারণ করতে পারোনি তুমি
আমার গভীর মানবিক আবেগ
নাগরিক কোলাহলে।
ভুল মানুষের ওপর অভিমান করে
কষ্টের নুড়ি দিয়ে
কী মর্মান্তিক খেলা আমার
সারাবেলা।
আমি তো আমার কথা রেখেছি
আজ আমি তোমার থেকে
অনেক অনেক দুরে।

রাতুল স্বপ্নের ছোঁয়া থেকে

আমরা কেউ কাউকে এখনো ভুলিনি
সম্ভবত ভুলতে পারিনি
যদিও নিশছিদ্র ছিলো
ভুলে থাকার সব আয়োজন।
একান্ত ব্যক্তিগত আবেগে
একদিন তোমার অনেক কিছুই
আমার জানা ছিলো
যোগাযোগ ব্যবধানে জানা নেই শুধু
আজকের তোমাকে।
আমাকে দুরবতী করে ভূগোল ও ইতিহাসে
তুমি কি একবিন্দু দুরে যেতে পারো
আমার রাতুল স্বপ্নের ছোঁয়া থেকে
স্মৃতিময়ী বাড়ির নিকোনো উঠোন হতে।

গ্রহণ

ভালোবাসায় গ্রহণ লেগে
তুমি এখন দুরের কোনো গ্রহ
সত্য স্বীকারের অপ্রিয় অনুরোধে
তোমাকে বিব্রত করবো না
ভরদুপুরে যদিও এঁকেছো তুমি
সূর্যাস্তের ছবি।
সময়ের নাগরদোলায়
তুমি যখন শিখর স্পর্শের অপেক্ষায়
নিঃসীম শূণ্যতায় আমি তখন
অসহায় অবরোহী।

অস্পষ্টতা

আমার প্রতি তোমার মনোভাব কোনোদিনই স্পষ্ট নয়
কখনো মনে হয় তীব্রতম আবেগের আতপ ছায়ায়
তোমার ভালোবাসা চিরায়ত আকাশের মতো
আমাকে ঘিরে আছে সারাক্ষণ
আমাকে ছাড়া বুঝি দুলে উঠবে তোমার অস্তিত্বের শেখড়-বাকড়
আবার কখনো মনে হয়
আমার সাথে তোমার সম্পর্ক
সময়ের জটাজালে সাময়িক স্বার্থসূত্রে গাঁথা
গন্তব্যে পৌঁছেই বেমালুম ভুলে যাবে আমাকে
পথে দেখা অবেলার যাত্রীর মতো।

বিপন্নবোধ

তোমার সাথে এখন সম্পর্কের কোনো দৃশ্যমান সূত্র নেই
অবিশ্বাসের অপছায়ায় আজ বড়ো বিপন্নবোধ করি
অথচ একদিন সমগ্র পৃথিবী তুচ্ছ করে
নিবেদনের কী নিটোল মালা গেঁথেছিলাম
কেমলি তোমার জন্যে।
কখনোই সম্পূর্ণ বুঝতে দাওনি তুমি নিজেকে
গন্তব্যে পৌঁছার আগেই করেছো যাত্রাবিরতি
স্মৃতির সুবর্ণ রেখায় ফেলেছো বিবর্ণ ছাপ
অচিন বৃক্ষের সাথেও মানুষ সখ্য গড়ে
শুধু মানুষের ভালোবাসা বুঝি
মানুষকে ক্লান্ত করে।

পর্যটন

হৃদয়ের ক্লান্তিহীন পর্যটনে
তোমার কাছে যে সম্পূর্ণ সমর্পিত
তোমার সামান্যতম অন্যমনস্কতায়
তার স্বপ্নে যে চিড় না ধরে।
কবিতার জন্যে তোমার একবুক আকুতি
তাকে তো ধাত্রীর মতো আঁতুড়ঘরে অপেক্ষমান রেখেছে
নবজাতকের প্রথম কান্নার শব্দের মতো
পবিত্র পঙক্তিমালা রচনার জন্যে।
কদমের গন্ধ নেই বলে প্রচন্ড অভিমানে
ভীষণ তোলপাড় করে যে বাদলদিনের সব আয়োজন
তা তো আসলে তোমার অবিরাম অনুপস্থিতি
দীর্ঘ অদর্শনের বিরুদ্ধে দ্যুতিময় শব্দের নিঃশব্দ প্রতিবাদ
তোমার জন্মের জন্যে পৃথিবীর কাছে যার অশেষ অকুণ্ঠ ঋণ
সে তোমার আশ্চর্য কোমল স্বপ্নছায়ায়
অপরূপ বসতি নির্মাণে কী ব্যাকুল কী উন্মুখ!

সীমাবদ্ধতা

সংশয়ের ধূসর ছায়া থেকে
বোধের প্রখর আলোয় এসে
এসো আবার আমরা
এক সমতলে দাঁড়াই
শুভেচ্ছার করতলে রাখি হাত
আমাদের মিলিত যুদ্ধ হোক
সীমাবদ্ধতার বৃত্ত ভেঙে
একটি বড়ো আকাশের জন্যে
আমাদের যুগল প্রার্থনা হোক
ভালোবাসার পুষ্পবৃষ্টি ঝরিয়ে
পৃথিবীতে স্বর্গ রচনার জন্যে।

অনুবাদ

তোমাকে ব্যাখ্যার জন্যে প্রয়োজন নেই
কবিতার উপমা উৎপ্রেক্ষা
মহাকাব্য পাঠের মনোযোগে
প্রবল ভালোবাসায় আত্মস্থ করেছি
তোমার শরীর ও হৃদয়ের সব লাবণ্য
এখন তোমাকে নিটোল অনুবাদ করতে জানি
আমার স্বপ্নের নিজস্ব ভাষায়।

তুমি এখন দৃষ্টি-অগোচর হলেও
স্মৃতি থেকে বলে দিতে পারি
তোমার নির্ভুল অবস্থান
কোথায় যাবে তুমি কার কাছে
কিভাবে কাটবে তোমার অলস বেলা
তোমার ভালোলাগা না-লাগা
ইত্যাদি সব ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি
এখন মুখস্থ আমার
একান্ত অভিজ্ঞতার অনিবার্য বিষয় হিসেবে।

সংশয়

চারদিকে সুন্দরের
কপট মেঘ; নিসর্গ ছাড়া যেন
মানবিক সঙ্গ নেই
চিরায়ত বিশ্বাসে
সংশয়ছায়া, দ্বিধায় বিক্ষত মর্মমূল
চিরন্তন কিছু কি নেই
আপাত সম্পর্কের শূণ্যতা ছাড়া!

চারুপাঠ

অন্ধকারে ডুবে থাকে
প্রিয়তম আলোর শহর
গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়ায়
ঋতুরা মানে না বর্ষপঞ্জি
চেনা পথ বাঁক নেয়
অজানা গন্তব্যে
অনন্ত আড়াল থেকে
সামনে দাঁড়ায় এসে
এক অন্য আমি উত্তর চল্লিশের
কাশফুল দেখেনি যে
শোনেনি কখনো জ্যোৎস্নার গান
সৌন্দর্যের চারুপাঠ নেয়
অলৌকিক জন্মান্ধের কাছে।

আত্মপ্রেম

আত্মপ্রেম বিভোর নারী
পাথুরে হৃদয় নিয়ে
ভালোবাসার কথা বলে
নিরাময় আশায় কাছে যাই
অথচ ভুল চিকিৎসায়
দীর্ঘায়ু পায় দুরারোগ্য ব্যাধি
তার কাছে প্রেম
শিল্প না বানিজ্য
সে প্রশ্নের মীমাংসাই
এখন জরুরি।

স্বপ্ননারী

শাশ্বত প্রশ্নের উত্তরেও
নিরুত্তর থেকে মৌন তুমি
বুঝিয়েছো হৃদয়ের সায়
এখন আমার আর কোনো
দুঃখ নেই; মানুষে হারানো
বিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়ে
স্বপ্ননারী, তুমিই করেছো
জীবনের ভিন্ন অনুবাদ।

অপেক্ষা

শরতের শিউলি মাড়িয়ে
চলে গেছো তুমি
বসন্তের কোকিলের কাছে
অদৃশ্য আঁচড়ে আজ
যতোই রক্তাক্ত হোক
অন্তর-বাহির
আমি কী করতে পারি
কেবল অপেক্ষা ছাড়া!

সেতু

যেতে যখন হবেই, যাবো
বসন্ত চলে গেলে
পড়ে থাকে ঋতু
স্খলিত অগৌরবে।
কাল থেকে কালান্তরে
হেমলকে নীল হয়
সত্যাশ্রয়ী সক্রেটিস;
তবুও মানুষ ভালোবাসে
ভালোবেসে রচনা করে
মানবিক সেতু।

অন্তর্দীপন

নিজের ভেতর জেগে থাকা মানুষেরই কষ্ট যতো
জাগৃতি সত্যের যমজ বোন
হারায় না কখনো দীপ্তি আঁধারের বৈরিতায়
প্রেমময়ী, আমাকে জাগিয়েছো তুমি অন্তর্গতে
শিখিয়েছো সত্যবান হয়ে কষ্টের সাথে বসবাস
তুমিও কি আক্রান্ত এখন অজানা অসুখে!

বেসাতি

নষ্টের নোনাজলে বিষিয়েছো
সম্পর্কের সুবর্ণ শরীর
খসিয়ে বসনটুকু শেষ বিশ্বাসের
ছিন্ন করেছো অভিধা
বিরল নারীর।
ছলনার জাল বুনে
নিপুণ হাতে
আবারও ব্যস্ত তুমি
হৃদয় বেসাতির
পুরনো খেলায়।

দহনবেলা

একদিন চাঁদের দিকে তাকালে
তোমাকেই দেখতে পেতাম
আজ শুধু খানাখন্দ দেখি
তোমাকে দেখি না।
তুমি এখন আমার কাছে
দহনবেলা; চন্দ্রবিজয় শেষে
নিরেট শূণ্যতা
অশেষ অন্ধকার!

গোলাপের কাছে

দীর্ঘদিন আমি
গোলাপের দিকে তাকাইনি
সুন্দরকে ডাকিনি ভুলেও কাছে
তোমাকে দেখার পর
ধ্রুপদী জীবনবোধে
আবারও আমি বিষন্ন সুন্দর
গোলাপের দিকে হাত বাড়ালাম
তোমাকে গোলাপ বলে ডাকলাম
তোমাকে বেদনা বলে ডাকলাম।

পারা না পারা

যে পারে সে পারে
স্বপ্ন এবং বাস্তবের
দুপ্রান্তই মেলাতে পারে।
আমি এক অস্ত যাওয়া প্রাকৃতজন
যাপিত জীবনে সুন্দরের ছায়া নেই
নেই মোমের আলোর মতো নমিত ভোর
অথবা ভোরের ক্ষীণতম সম্ভাবনা
নেই চন্দ্রালোক নক্ষত্ররচিত স্বপ্নের রাত
বলার মতো কোনো গল্প নেই
ছিলোও না কোনোদিন
তোমার কথা তো আলাদা!
যেন ভিন্ন কোনো মায়াবী গ্রহ থেকে
শাদামাটা পৃথিবীকে আলো করে এসেছো তুমি
মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি তোমার একান্ত রাশিফল
তোমার কাছে
আধফোটা গোলাপের ওষ্ঠ ছুঁয়ে
গালিবের গজল গাওয়া অনন্ত সোনালি ভোর
কবিতার কোমল পেলব রাত
আর বলার মতো অজস্র অপুর্ব সব জীবনের গল্প।

দুরতমা

যতোই ছেয়ে যাক স্মৃতিলোক আজে মেঘের আচ্ছন্নতায়
একদিন আমার সবকিছু ছিলো তোমার উদ্দেশে
স্বপ্নের সমান দীর্ঘ ছিলো না প্রতীক্ষা
তাই গল্পের শেষ না হতেই ফুরিয়ে গেছে
নিভৃতির যুগল প্রহর।
নিরাবেগ বোঝাপড়ায় চাঁদের মতো সুদুর হলেও
তুমিই রয়ে গেছো আজো আমার ভালোবাসার
শেষ উচ্চারণ হয়ে;
প্রথম দেখার প্রথম স্পর্শের অপুর্ব আশ্চর্য মুহূর্ত থেকে
মোহনায় মিশে যাওয়া নদীর মতো
তোমার সমর্পিত ছবি
পৃথিবীর সুন্দরতম দৃশ্যকাব্যের অপরূপ উপমা হয়ে
আমাকে রেখেছে আজো শুদ্ধতম প্রার্থনার অন্তহীন অপেক্ষায়।

অলৌকিক জাহাজ

অনবদ্য বসন্তসন্ধ্যায়
ভালোবাসার জন্মজয়ন্তি উৎসবে
যদি তুমি আসো
তোমাকে স্বাগত জানাতে
তারারা সাজাবে আকাশবাসর
নুপুর পায়ে দখিন হাওয়া
গাইবে চুপিচুপি মিলনের গান
গোলাপের অক্ষরে রচিত হবে
প্রণয়ের ধ্রুপদী পঙক্তিগুলো।
তুমি এলে
পৃথিবীময় জ্বলে উঠবে মঙ্গালপ্রদীপ
বিরান প্রান্তরে ফুটবে অজস্র পারিজাত
আটপৌরে অনাড়ম্বর একচিলতে ছাদ
নিমেষেই হয়ে যাবে সমুদ্রের বিশাল বুক
আর তাতে ভাসবে অপুর্ব কারুকার্যময়
একটি অলৌকিক জাহাজ
যেখানে নাবিক ও যাত্রী যাত্রী ও নাবিক
শুধু আমরা দুজনই!
আদিগন্ত উত্তাল তরঙ্গমালায়
যখন দুলবে জাহাজ ভয়ানক
কি জানি কি হয় অজানা শঙ্কায়
কেঁপে উঠবে তোমার অস্তিত্বের উৎসমূল
তখন তোমাকে আমি স্পর্শ করবো প্রিয়তমা
হৃদয়ের গভীর গভীরতায় শুদ্ধতম আবেগে
নিবেদিত দৃষ্টি ও স্পর্শের শিহরণে
কাদামাটির মতো গলে গলে ক্ষয়ে যাবে
সমাজ সংস্কারের কঠিন শিলা
ক্রমশ লুপ্ত হবে অতীত বর্তমান ভষ্যিত
আমি তখন কম্পাসের কাঁটার মতো
কেবল তোমার দিকেই সুস্থিত হয়ে থাকবো
একান্ত লগ্ন মগ্ন হয়ে।

সমাপ্তি